অষ্টম অধ্যায়: দেশপ্রেম

▶ যোগ্যতাভিত্তিক কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-ক. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অনেক মুক্তিযোদ্ধা দেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছেন। তাদের মধ্যে কোন গুনটি প্রকাশ পেয়েছে? এটি কীসের অঙ্গ? তাদের সম্পর্কে ৩টি বাক্য লেখ। ১+২+২-৫

উত্তর: তাদের মধ্যে দেশপ্রেম প্রকাশ পেয়েছে।

দেশপ্রেম ধর্মের অঙ্গ।

মুক্তি যোদ্ধাদের সম্পর্কে ৩টি বাক্য-

১. তাঁরা সকলের শ্রদ্ধেয় ও পূজনীয়।

২. তাঁরা সারা বিশ্বের মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত।

৩. দেশপ্রেমের জন্যে তাঁরা চিত্র স্মরণীয় এবং বরণীয়।

প্রশ্ন-খ. মিতুল রায় দেশকে প্রচন্ড ভালোবাসেন। দেশের প্রতি তার এই অনুরাগ ও ভালোবাসাকে কী বলে? উহা কীসের অঙ্গ? উক্ত গুণটি সম্পর্কে ৩টি বাক্য লেখ। ১+১+৩=৫

উত্তর: দেশের প্রতি মিতুল রায়ের এই অনুরাগ ও ভালোবাসাকে দেশপ্রেম বলে।

দেশপ্রেম ধর্মের অঙ্গ।

দেশপ্রেম সম্পর্কে ৩টি বাক্য–

১. দেশপ্রেম মানুষকে স্বার্থপরতা, সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীগত সংকীর্ণতা, ভেদাভেদ থেকে ঊর্ধ্বে উঠতে সহায়তা করে।

২. সকল দেশের মানুষকে এক প্রাণ হয়ে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

৩. দেশের কল্যাণে আত্মনিবেদন করতে সাহায্য করে।

প্রশ্ন-গ. দেশের প্রতি তুমি কীভাবে ভালোবাসা প্রকাশ করবে? এ সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ। [প্রা.শি.স.প. ২০১৫, ২০১৩] ৫

উত্তর: দেশের প্রতি আমি যেভাবে ভালোবাসা প্রদর্শন করব–

১. দেশের মানুষর সেবা করব।

২. দেশের প্রতি অনুগত থাকব।

৩. রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা করব।

৪. বহিঃ শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করব।

৫. যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করব।

প্রশ্ন-ঘ. প্রাচীনকালে এক রানি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী। তিনি তাঁর হারানো রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁর পুত্রকে যুদ্ধ করার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। উপরে বর্ণিত রানির নাম কী? তিনি কোন রাজ্যের রানি ছিলেন? রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি তাঁর পুত্রকে কী বললেন? ৩টি বাক্যে লেখ। ১+১+৩=৫

উত্তর: উপরে বর্ণিত রানির নাম বিদুলা। তিনি সৌবীর রাজ্যের রানি ছিলেন।

রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি তাঁর পুত্রকে বললেন–

১. প্রথমে তাঁর পুত্রকে যুদ্ধে প্রস্তুতির জন্য উৎসাহ দিলেন।

http://teachingbd.com

২. তুমি তোমার পিতার কথা স্মরণ কর।
৩. শত্রুকে পরাজিত করে হারানো রাজ্য উদ্ধার কর।

▶ সাধারণ কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-ঙ. দেশপ্রেম কীভাবে প্রকাশ পায়? বুঝিয়ে লেখ। ১+৪=৫

[প্রা.শি.স.প. ২০১৫]

উত্তর: মানুষের কাজে ও আচরণে দেশপ্রেম প্রকাশ পায়। দেশপ্রেম প্রকাশ পায় দেশের মঙ্গলের জন্য কঠোর পরিশ্রম ও আত্মত্যাগে। দেশ শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হলে দেশপ্রেমিক শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। যুদ্ধ করে দেশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করেন। দেশের উন্নতির জন্য কাজ করেন। এমনকি প্রয়োজনে দেশের জন্য হাসিমুখে জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেন।

প্রশ্ন-চ. আমরা দেশকে ভালোবাসব কেন? বুঝিয়ে লেখ। [প্রা.শি.স.প. ২০১৪, ২০১৫] ৫

উত্তর: আমরা দেশকে ভালোবাসব এই জন্য যে, দেশ থেকে আমরা সবকিছু পেয়ে থাকি। দেশের ঐতিহ্য ইতিহাস ও ভূ-প্রকৃতি সবই মানুষের জন্য। আমরা দেশ থেকে জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারি। দেশপ্রেম আত্মমর্যাদার উৎস। মানুষ্যত্বের অঙ্গ। দেশপ্রেম মানুষকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে একই চেতনায় এক প্রাণ হয়ে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। উদ্বুদ্ধ করে দেশের কল্যাণে আত্মনিবেদনে। দেশের ভাষা-সাহিত্যে এবং ঐতিহ্যের সাথে গড়ে ওঠে আমাদের নিবিড় সম্পর্ক। তাই আমরা দেশকে ভালোবাসব।

প্রশ্ন-ছ. রানি বিদুলার কাহিনি কোন গ্রন্থের অন্তর্গত? এ কাহিনি থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই সে সম্পর্কে ৪টি বাক্য লেখ। ১+৪=৫

উত্তর: রানি বিদুলার কাহিনি মহাভারতের অন্তর্গত। এ কাহিনি থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই তা হলো–

১. আমরা দেশপ্রেমিক হতে শিখব।
২. আমরা ভালোবাসব আমাদের দেশকে।
৩. দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করব।
৪. দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করব।

প্রশ্ন-জ. স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মৃত্যু, সে তো বীরের মৃত্যু। – ব্যাখ্যা কর।

[প্রা.শি.স.প. ২০১৬, ২০১৫] ৫

উত্তর: দেশের প্রতি মানুষের অনুরাগ ও ভালোবাসাই দেশপ্রেম। দেশপ্রেম আত্মমর্যাদার উৎস। মনুষ্যত্বের অঙ্গ। দেশপ্রেম মানুষের মধ্যে আবেগ, উদ্যম ও কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। দেশের প্রতিও মানুষের দায়বদ্ধতা আছে। দেশ শত্রুদ্বারা আক্রান্ত হলে যুদ্ধ করে শত্রুমুক্ত করে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হয়। যুদ্ধে জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে হয়। মরতে তো একদিন হবেই। আর দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মৃত্যু সেতো বীরের মৃত্যু।

http://teachingbd.com